অমর্ত্য সেন ও নবনীতা দেব সেন

দিলরুবা শাহানা*

ভাবছি কিভাবে শুরু করবো। হঠাৎ মেলবোর্নের ইন্সটিটিউট অব পোস্ট কলোনিয়াল স্টাডীজের লিফলেটটার কথা মনে পড়ে গেল। তাতে লেখা ছিল ‘এক নবেলবিজয়ী যাঁর নাম রেখেছিলেন, আরেক নবেলবিজয়ীর সাথে একদা যিঁনি ঘর বেঁধেছিলেন’। বুঝতে অসুবিধা নেই কার কথা এখানে বলা হচ্ছে। কবি রাধারানী দেব ও কবি নরেন্দ্র দেবের কন্যার নাম নবেলবিজয়ী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রেখেছিলেন নবনীতা। সেই নবনীতা বিয়ে করেছিলেন নবেলবিজয়ী অমর্ত্য সেনকে। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আমার হৃদয়ের ঝর্নাধারার শব্দাবলী কাগজে ঝরে পড়ার পর তা পত্রিকান্তরে ঠাঁই পেয়েছিলো। আর আমার বিদ্যা অর্জনের অভিযানে যা কিছু অনুসন্ধান করতে হয়েছে তার মাঝে অমর্ত্য সেনের ভান্ডারেও হানা দিতে হয়েছিল অনেক বার। আরও অনেক কিছুর সাথে যাঁর জেন্ডারমনস্কতা নর-নারীর উপস্থাপনায় দৃঢ় ভিত্তি তৈরী করেছে বলে আমার বিশ্বাস। অমর্ত্য সেনের নবেল বিজয় উপলক্ষে আর সব বাঙ্গালীর সাথে আমিও খুশী হয়েছিলাম। আমার সেই আনন্দের কুঁড়িতে শ্রদ্ধা মিশে প্রবন্ধ হয়ে ফুটেছিল পত্রিকা নামের বৃক্ষে। এবারের প্রবন্ধ কোন ব্যক্তি বিশেষকে নিয়ে নয়, এটি একটি সম্পর্ককে নিয়ে যে সম্পর্ক দু’জন অসাধারন মানব-মানবীর সম্পর্ক।

যে লিফলেটের কথা উপরে উল্লেখিত হয়েছে তা প্রকাশিত ও প্রচারিত হয় নভেম্বর ২০০৪এ অষ্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ন শহরে। নবনীতা দেব সেন এসেছিলেন ঐ সময়ে, এই শহরে। তাঁর সাথে দেখা হয়েছিল কি? তাঁর সাথে কি কথা হয়েছিল? তা এই লেখার প্রতিপাদ্য বিষয় নয়। হয়তো লিখিত হবে আজ থেকে অনেক দিন বা বছরের পর যদি জীবন সজীব থাকে ততোদিন।

আমাদের সমাজে ও সংস্কৃতিতে যে কোন সম্পর্ক ভেঙ্গে গেলে (হউক স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক, হউক বন্ধুত্বের সম্পর্ক) পরস্পরকে দোষারোপের অদ্ভুত এক বাতিক দেখা যায়, নিপাট দু’জন ভাল মানুষের সম্পর্কও ভেঙ্গে যেতে পারে এবং ভেঙ্গেও গেছে কত। কত বিয়ে ভেঙ্গে যায় incompatibility of temperament(PLD.1967 Dissolution of marriages)এর কারনে, যে কথাটার অন্তর্নিহিত অর্থ আমরা বুঝতে চাইনা। যা হোক এই প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয় দু’জন মেধাবী, প্রতিভাবান মানুষ একদা ভালবেসে জীবনের অনেকটা সময় কাটিয়েছেন একসাথে] তারপর সেই যুগল জীবন অস্থিত্ব হারিয়ে একদার ইতিহাস হয়ে গেছে দু’জনের কাছে। তারপরও সেই দু’জন কিভাবে শ্রদ্ধার চোখে দেখেন দু’জনকে, পরস্পরের উল্লেখের সময়ও থাকে দু’জনের প্রতিভাকে মর্যাদা দেওয়ার পরম আন্তরিকতা যা এক কথায় বিস্ময়কর। সেই অসাধারন আশ্চর্য চিত্রের কিছু তুলে ধরার প্রয়াস হচ্ছে এই প্রবন্ধ। মানুষ যখন উচ্চমার্গে পৌঁছায় তখনি পারে ব্যক্তিগত বিদ্বেষ, ক্ষোভ, পরস্পরের কাছে কাংখিত অথচ অপ্রাপ্ত সব প্রত্যাশাকে একপাশে সরিয়ে রেখে অন্যের গুণকে শ্রদ্ধার সাথে স্বীকার করে নিতে।

সময়টা ৭০দশকের শুরুতে, অমর্ত্য সেন দিল্লী ত্যাগ করে লন্ডনে যান। লন্ডন যাওয়ার অল্পদিন পরেই নবনীতা-অমর্ত্যের সম্পর্কের সমাপ্তি হয়। অমর্ত্য সেনের নবেল পুরুষ্কার পাওয়ার পর নবেলবিজয়ীর যে আত্মকথা পড়ি তাতে দেখা যায় অমর্ত্য সেনের সাথে নবনীতা দেবসেনের বিবাহিত জীবনের সমাপ্তির কথা কয়েকটি মাত্র শব্দে বিবৃত হয়েছে। তারচেয়ে বেশী যত্ন নিয়ে গুণী কবি, সাহিত্য সমালোচক, ঊপন্যাসিক, ছোটগল্পকার নবনীতার কথা উদারকন্ঠে বলেছেন অমর্ত্য সেন। নবনীতার কবি হিসাবে খ্যাত মা-বাবার কথাও উল্লেখিত হয়েছে তাতে। অমর্ত্য সেনের কথা থেকেই আমরা জানতে পারি সাহিত্যভক্তদের অবিরাম আগমন হত নবনীতার কাছে। 'আমি বুঝি এখনও হয়' এই হচ্ছে অমর্ত্যের ভাষ্য। এই প্রসঙ্গে আত্মজীবনীতে অমর্ত্য সেন বর্ননা করছেন একবার এক কবি একশ' কবিতা নিয়ে হাজির। তার ইচ্ছে ঐ কবিতাগুচ্ছ উচ্চস্বরে নবনীতাকে শুনিয়ে তাঁর ক্রিটিক্যাল জাজমেন্ট(critical judgement) আদায় করা। যেহেতু নবনীতা বাড়ী ছিলেন না কবি তৎক্ষনাত ঠিক করলেন অমর্ত্য সেনকেই কবিতাগুলো পড়ে শুনাবেন। কবির বক্তব্য 'সাধারন মানুষ'(আসলে কি সাধারন অমর্ত্য!) আমার কবিতা শুনে কি প্রতিক্রিয়া দেখায় তাও জানার ইচ্ছে আমার'। এরপর কি হয়েছিল তা পাঠকেরা অমর্ত্য সেনের আত্মজীবনী পড়ে জানতে পারেন। নবনীতার কাছ থেকে যা পেয়েছেন তা অমর্ত্য বলছেন 'I learned many things from her, including the appreciation of poetry from an "internal" persective.' (www.nobel.se/economics/laureates/1998/sen-autobio.htmlp.8)

এবার দেখা যাক ' genious furiously at work' (Nabaneeta Dev Sen, Gangopadhyay,2004, p.106) পদ্মশ্রী নবনীতা দেব সেন কি বলেছেন, অমর্ত্য সেনের সঙ্গে তাঁর বিবাহিত জীবন নিয়ে অষ্ট্রেলিয়ার SBS Radioএর বাংলা অনুষ্ঠানে জিজ্ঞাসিত এক প্রশ্নের উত্তরে নবনীতা বলেন 'অমর্ত্যতো যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতে পড়াতো ইকনমিকস আর আমি ওখানেই কমপ্যারেটিভ লিটারেচারের ছাত্রী ছিলাম, আমি ডিরেক্টলী ওর ছাত্রী ছিলাম না, আমি খুব ভাল ডিবেটার ছিলাম, ও ডিবেটিং সোসাইটির প্রেসিডেন্ট ছিল সেভাবেই আমাদের যোগাযোগ হয়েছিল। আমাদের এনগেজমেন্ট হয় পথে ক্যামব্রিজে যখন আমি আমেরিকা চলেছি হার্ভাডে যাচ্ছি। পরের সামারে কলকাতাতে বিয়ে হয়। তারপর ফিরে গিয়ে বেশ ভালই সংসারপাতি করেছি, দুটো বাচ্চাও আছে আমাদের। তারপর জীবনতো নিজের নিজের মোড় নেয়.....বেশ ভালই সুখেরই বিবাহিত জীবন ছিল I have no complain'। নবনীতার কথাতে কোন ক্ষোভ বা বিদ্বেষ ছিলনা অমর্ত্যের সাথে পরিচয়, পরিণয় ও যুগল জীবন নিয়ে তবে শ্বাস যেন একটু কষ্ট মোচন করলো মৃদুভাবে। কাগজকলমের শৈলীতে কথাগুলো ধরা হলে এটুকু হয়তো শোনা যেতোনা। নবনীতা ভীষন কর্মবিলাসী। না হলে লেখালেখি ছাড়াও বিয়ের পর আরেকটা মাস্টারস, পি এইচ ডি ও পোষ্ট ডক্টোরাল করেছেন, বড় কঠিন কাজ।

তারপরও চমৎকার কবিতা লিখেছেন। নবনীতার প্রেমের কবিতাটি উদ্ধৃত করার লোভ সামলাতে পারলাম না।

‘সব কিছু ছেড়ে দিয়ে, দিনরাত পথ চ’লে,
দিনরাত দিনরাত সব পথ একা চ’লে-চ’লে
যদি আমি ফিরতে চাই, বন্ধু, তোমার
ডুমুর গাছটি কি আমাকে ছায়া দেবে?’ (শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ প্রেমের পঙক্তি, পৃ:৫১)

এরপর নবনীতা দেব সেনের কবিতার কিছু লাইন তুলে ধরছি, যা পড়ার পর অন্য কোন কথা বলার আর প্রয়োজন হয়না।

‘ভদ্রলোক: .....
.....
এই সুযোগে আপনাকে জানাই
আপনার স্বামীর আমি ভক্ত খুব
.....
.....
নবনীতা: Thank you, thank you, শুনে
ভাল লাগছে খুব
আমিও প্রচন্ড ভক্ত তাঁর তীক্ষ্ণ
শানিত মেধার-
মাপ করবেন, একটা কথা বলে ফেলি?
উনি কিন্তু স্বামী নন এখন আমার।’ (সানন্দা বৈজয়ন্তী ২০০৪ পৃ:১১২)

এই প্রবন্ধের সঙ্গে যে ছবিটি রয়েছে তাতে বিখ্যাত ব্যক্তিটির পরিচয়দান নিষ্প্রয়োজন। আরও দু’জন রয়েছেন। কে হতে পারেন ইনারা। বোধহয় সাহিত্যভক্ত কেউ। ছবির ছোট্টমেয়ে মিথিলাও হয়তো একদিন আকণ্ঠ তৃষ্ণা নিয়ে নবনীতার শিশুসাহিত্য আর হাসির গল্প পড়বে। নবনীতার হাসিটি বড় ভাল লেগেছিল তাই এই ছবিদুটো বেছে নেওয়া হয়েছে।

উৎস: ১www.nobel.se/economics/laureates/1998/sen-auotobio.htlm
২Selection Nabaneeta Dev Sen Calcutta Oct.2004
৩ Leaflet, Institute of Postcolonial Studies AIC
৪সানন্দা বৈজয়ন্তী ২০০৪, কলকাতা, ভারত
৫ Pakistan Law Digest 1967 Karachi, Pakistan
৬.শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ প্রেমের পঙক্তি ঢাকা, অমর একুশে গ্রন্থমেলা ১৯৯৫

*এই প্রবন্ধের উৎস যুগিয়ে যাঁরা সাহায্য করেছেন তাঁরা হচ্ছেন আসমা জাহাঙ্গীর চেয়ারপার্সন হিউম্যান রাইটস্ কমিশন পাকিস্তান ও মনজুর মোরশেদ চৌধুরী, রেডিও SBS Australia এদের কাছে প্রবন্ধ লেখিকা কৃতজ্ঞ।